শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে সিলেট

সিরাজুল ইসলাম সিলেট অফিস

বাংলাদেশের লন্ডনখ্যাত সিলেট শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়লেও সে তুলনায় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে না।

এ ব্যাপারে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে সিলেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। এজন্য তারা আসন্ন বাজেটে সিলেটের শিক্ষা খাতের উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ রাখার দাবি তুলেছেন। গত শনিবার অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের কাছে তারা এ দাবি জানান।

সিলেটে বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে সদ্য যোগদানকারী ড. জাফর আহমেদ খান বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট বরাবরই এগিয়ে ছিল। সিভিল সার্ভিসেও এক সময় সিলেটীদের আধিক্য ছিল। ১৯৪৭ সালে যেখানে সারাদেশে শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২২ ভাগ, সেখানে সিলেটে শিক্ষার হার ছিল ৪০ ভাগ। বর্তমানে সারাদেশে শিক্ষার হার ৬০ ভাগ হলেও সিলেটে এ হার মাত্র ৪০ ভাগ, যা রীতিমতো হতাশাব্যঞ্জক। কাজেই এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ ব্যাপারে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল বালেক বলেন, সারাদেশে এ বছর প্রায় সাড়ে সাত লাখ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিলেও সিলেট বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১ হাজার ৮০৮। একইভাবে এইচএসসি পরীক্ষায়ও অংশ নেবে মাত্র ১৯ হাজার পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীর এ সংখ্যা দেশের অন্যান্য বোর্ডের চেয়ে অনেক কম। এ অবস্থায় সিলেটে শিক্ষার উন্নয়নে এখনই পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে জাতীয় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. কবির এইচ চৌধুরী বলেন, জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক দিয়ে বরিশাল ও সিলেট বিভাগ প্রায় কাছাকাছি। অথচ বরিশালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সংখ্যা সিলেটের চেয়ে অনেক বেশি। তাই সিলেটে অধিক হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের আরো মনোযোগী হওয়া উচিত।

জনবল সঙ্কটে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট অফিস/সিকৃবি সংবাদদাতা

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্কট চলছে। মাত্র ৫৫ শিক্ষক দিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। এর মধ্যে আবার ১২ জন রয়েছেন শিক্ষা ছুটিতে। এছাড়া পর্যাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় অনেক শিক্ষককে প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী কাজ করছেন ৬৪ জন। এ মধ্যে নতুন কৃষি ও মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে কর্মচারী আছেন মাত্র একজন করে। ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে ভেটেরিনারি অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু হয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের। সে সময় এ অনুষদের অধীনে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৪১। পরে কৃষি ও মাৎস্যবিজ্ঞান নামে আরো দুটি অনুষদ চালু হয়। এ দুটি অনুষদের অধীনে বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ৬। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ১২ জন বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রশাসনিক পদও শূন্য রয়েছে। ল্যাব টেকনিশিয়ান না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে ব্যবহারিক ক্লাসও। সিকৃবির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ইকবাল হোসেন শিক্ষক সঙ্কটের কথা স্বীকার করে বলেন, আমরা এ সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা চালাচ্ছি। এরই মধ্যে কৃষি ও মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে ১৪ শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। আগামী সিন্ডিকেট সভায় এ দুটি অনুষদে আরো তিনজন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদিত হবে। উপাচার্য জানান, ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদে শিক্ষকদের বিদ্যমান পদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), রেজিস্ট্রারসহ অন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ইউজিসির অনুমোদন পেলেই পত্রিকায় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। উপাচার্য জানান, এক মাস আগে চালু হওয়া কৃষি ও মাৎস্য অনুষদের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করে দিয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর। গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য ১১৫ লাখ এবং গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য ২৮ লাখ টাকার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যেই বেশ কিছু যন্ত্রপাতি ও বইপত্র কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁছেছে। কম্পিউটার ল্যাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব পেজ প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দেশের উত্তর-পূর্ব কোণের এ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. ইকবাল হোসেন।

20 MAY 2008